যুগান্তর

তারিখ 13 DEC 2006
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

১৭

তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দিচ্ছে আজ

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ মেলেনি

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে গঠিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে আজ। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনিরুল ইসলামের নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্যের কমিটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা (এমিরেটাস) ডা. সুফিয়া রহমানের কাছে এ রিপোর্ট হস্তান্তর করবে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, তদন্তে প্রশ্নপত্র ফাঁসের উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সূত্র জানায়, তদন্ত রিপোর্ট ২/৩ দিন আগেই চূড়ান্ত ছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ায় তদন্ত কমিটি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ায় রিপোর্ট প্রদানে বিলম্ব হয়। মঙ্গলবার তদন্ত কমিটি একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা বলেছেন। আজ সকালে আরও ২/৩ জন সাংবাদিকের সঙ্গে তদন্ত কমিটির সদস্যরা কথা বলতে পারেন। এ কারণে দুপুরে রিপোর্ট দেয়া হতে পারে। তদন্ত রিপোর্টে ভবিষ্যতে পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বেশকিছু সতর্কতামূলক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ২০৬০টি সিটের বিপরীতে প্রায় ২৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। পরীক্ষার দিন থেকেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর ছাত্রছাত্রীদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে। এ নিয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এরই মধ্যে ফলাফল প্রকাশিত হয়। বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বঞ্চিত পরীক্ষার্থীরা। ফলাফল বাতিল ও নতুন করে প্রশ্নপত্র প্রণয়নের দাবিতে তারা সারাদেশে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে। একটি রিটের পর আদালত ভর্তি প্রক্রিয়া ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত ও কেন ভর্তি পরীক্ষা বাতিল করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেন।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— যুগ্ম সচিব কো-অর্ডিনেশন মোঃ সদরুদ্দিন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক প্রফেসর এমএ হাই, স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত ডিজি হোসনে আরা তাহমিন, সিনিয়র প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হাসপাতাল আবেদা আক্তার।